দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

২টি সরকারী বিদ্যালয়ের করুণ হাল

তাড়াশ থানার গুল্টা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রূপগঞ্জ থানার বরপা প্রাথমিক বিদ্যালয় বিরাট সমস্যার আবর্তে নিপতিত। এই ২টি সরকারী বিদ্যালয় প্রায় এক হাজার শিশু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হইলেও তাহারা ঠিকমত বসিতে পারে না। কখনো কখনো দাঁড়াইয়া বা মাটিতে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষকরাও বিপদের ঝুঁকি নিয়া শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু রাখেন। খবর ২ জন সংবাদদাতার।

চলনবিল ॥ ষাটের দশকে নির্মিত তাড়াশ থানার গুল্টা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বহুদিন পূর্বে ফাটিয়া গেলেও এ পর্যন্ত উহা মেরামত বা নূতন গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস চালান হইতেছে এই জরাজীর্ণ স্কুলে। বর্তমানে স্কুলগৃহের দেওয়ালে ৭/৮ স্থানে বড় বড় ফাটল বিদ্যমান যে কোন সময় ধসিয়া পড়িয়া শিশু-কিশোর ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রয়োজনীয় বেঞ্চ ও কক্ষের অভাবে শিক্ষকগণ বিরাট ঝুঁকি লইয়া শিশুদের পড়াশুনা করান। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে বসার সুযোগ পায় না।

রূপগঞ্জ ঃ এই থানার বরপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র জায়গা ও শিক্ষা সরঞ্জামের অভাবের সাথে শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়াছে। প্রয়োজনীয় টুল ও কক্ষের অভাবে অনেক শিশু ছাত্র-ছাত্রীকে মাটিতে মাদুরে ও ছালার চটে বসিয়া ক্লাস করিতে হয়। প্রায় সব সময়ই তাহাদের শিক্ষা গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে। এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা ৪ জন হইলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। অভিভাবকমহল বিদ্যালয় সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র প্রদানসহ আরও ২ জন শিক্ষক নিয়োগের আবেদন জানাইয়াছেন।